তরুন-প্রবীণ ভোটার-ভোট হবে সবার

আজ আমরা ডিজিটাল যুগে পদার্পনের দাবীদার। এই যুগে এক একটি মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ডেক্সটপ এক একটি মিডিয়া। মানুষ ইচ্ছা করলেই তাদের অভিব্যক্তিগুলো অতি সহজেই প্রকাশ করতে পারে এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। এই যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা তার দাবীদার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী শেখ হাসিনা।

এই মত প্রকাশের স্বাধীনতার কারনে আমার পরিচিত একজনের ম্যাসেঞ্জারে দেখতে পেলাম তার পরিচিত এক তরুন ভোটার তার অভিব্যক্তি অনেকটা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেনঃ-

আমরা তরুন প্রজন্ম অনেক কিছুই হয়তো জানি না আবার আমরা এমন অনেক কিছুই জানি এবং চিন্তা করি যা প্রবীণরা ধারণা করতে পারেণ না। এটা সময়ের পরির্বতন এবং যুগের হাওয়ায় হয়ে যাচ্ছে, কাউকে অবহেলা বা দোষারোপ করে তা বন্ধ করা যাবে না। এখন সকল দরজা জানালা খোলা, কে কোন পথে চলবে তা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাতে হস্তক্ষেপ মানে বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা, যা অমানবিক।

তরুন প্রজন্মের ভোটাররা এখনো চাকুরী কিংবা ব্যবসা কোন পেশাই অধিকাংশ প্রবেশ করেননি। তাঁরা জানেন ডিজিটাল প্রযুক্তির বাংলাদেশ আর প্রবীন হিতৈষীদের ধ্যান ধারনার বাংলাদেশ এক নয়। চাইলেই রাতারাতি দেশে বিদ্যমান নিয়ম কানুন পাল্টিয়ে দেয়া যায় না তবে পরিবর্তনের চিন্তা করতে দোষ নেই, যদি তাতে সকলের মঙ্গল নিহিত থাকে।

ম্যাসেঞ্জারে সেই তরুন ভোটার তার অভিমত এভাবে প্রকাশ করেছেনঃ-

১। আমাদের দেশে মোট নির্বাচনী আসন ৩০০টি। বিভিন্ন দলের মনোনয়ন পেয়ে তারা তরুণ-প্রবীণ ভোটারদের ভোটের মাধ্যমে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

২। দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মনোনয়ন দেন এবং বাধ্য হয়ে আমরা তাদের ভোট দেই।

৩। বিভিন্ন দল যাদের প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করেন তাদের যোগ্যতার মানদন্ড কি? তা বিচারের ভার কেবলমাত্র দলের, ভোটারদের নয়।

৪। দলীয় প্রার্থী ছাড়া ভোটার প্রার্থীদের উপযুক্ত মনে না করলে "না" ভোট দিয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করার মাধ্যম কি তৈরী করা যায়? দলীয় মনোনয়ন প্রার্থীদের ভোটারদের কাছে বাস্তব অবস্থান কি তা দল জানতে পারবে। সে ব্যবস্থা কি করা যায় না?

৫। নিরাপদে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার কি প্রয়োগ করা যাবে? সে পরিবেশ তৈরীর দায়িত্ব কার ?

৬। অহেতুক এলাকায় ভীতির উদ্রেক করে কোন প্রার্থী বা দল সাধারণ ভোটার/নতুন ভোটারদের কেন্দ্র বিমুখ করবে নাতো?

৭। শুনেছি অনেক সময় ভোট কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায় অনেকের ভোটই দেয়া হয়ে যায়। তাহলে প্রিজাইডিং অফিসার বা এজেন্টদের ভূমিকা কি ? তাই যদি হয় তবে ভোট কেন্দ্রে ভোটার যাওয়ারই বা কি দরকার ?

এই প্রজন্মের কথা হলো আমরা জ্বালাও পোড়াও, হানাহানি, মারামারি চাই না। চাই দেশের মাটিতে শান্তিতে বসবাস করতে। আমাদের নেতা/নেত্রীদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা নতুন ভোটারদের ভোটাধিকারকে মূল্য দিয়ে তাঁরা দলমত নির্বিশেষে সৎ, দক্ষ, শান্তি প্রিয় এবং এলাকার জনগনের সুখ-শান্তির ভাগীদার হওয়ার মতো যোগ্য প্রার্থীকে যেন মনোনয়ন দেন।

তাঁর আরো একটি ভাবনা হচ্ছে প্রার্থীরা নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা খরচ করেন অথচ হলফনামায় দেখা যায় তাদের অনেকেরই সহায় সম্পদ নেই। কেউ কেউ ধারদেনা করে চলেন, কেউবা স্ত্রীর সম্পদের উপর ভরসা করে নির্বাচন করেন। যে প্রার্থী অসহায় নিঃস্ব তিনি কিভাবে হত দরিদ্র জনগনের কল্যানে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিবেন, তিনি কি দানবীর হাজী মোহাম্মদ মহসীন ? তিনি একবার সুযোগ দিন বলে কি জনগনের সব কেঁড়ে নিবেন। একজন নেতা/নেত্রী জন প্রতিনিধির কতটা দরকার তা এতদিনেও তার বোধগম্য হয়নি ? একজন প্রার্থী তিনি দেশময় বিখ্যাত, যার নাম সবার মুখে মুখে। তাঁর প্রতিষ্ঠান দেশীয় অন্যতম প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি। ব্যক্তি হিসাবেও আলোচিত সমালোচিত অথচ তার হলফনামায় তিনি উল্লেখ করেছেন তার গাড়ী নেই, বাড়ী নেই কিন্তু ধারদেনা করে কোটি টাকা বিনিয়োগ করে তিনি নির্বাচিত না হলে ধার শোধ করবেন কিভাবে ? আর নির্বাচিত হলেতো কথাই নেই!

তরুন প্রজন্মের ভোটার তার দাদা-দাদী, নানা-নানীর মুখে শুনেছেন রাজনীতি করেন রাজা-বাদশা বা জমিদাররা। যাদের প্রচুর আছে তাঁরা তা জনগনের কল্যানে ব্যয় করতে চান। ব্যক্তিকে দানবীর বা প্রজা হিতৈষী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার আপ্রান চেষ্টা করেন। হিতৈষীরা এখন আর রাজনীতি করেন বললে ভুল হবে বরং পেশা হিসাবে নিয়েছেন কিনা তা জানতে পারলে নিশ্চয় বুঝা যাবে কতটা তাঁরা ভোটারের ভোটাধিকারকে প্রাধান্য দেন।

এই সকল অনিয়ম দেখে তার ভাবনা যদি নির্বাচনী এলাকার সকল আসনের সকল ভোটার তাদের এলাকার যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে দাঁড় করায় এবং সকলের অনুদানে তিনি নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেন ও ভোটে জিতে তিনি এলাকার জনগনের কথা ভুলে যাবেন না এবং এলাকাও ছেড়ে দিবেন না বলে অংগীকার করেন ও জনগনের কল্যানে নিজেকে বিলিয়ে দেন তবে তাঁকে নির্বাচনে জিতিয়ে আনা এলাকার জনগনের দায়িত্ব। তবে বর্তমানে দেশে বিদ্যমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এই কাজ কতটা যুক্তি-যুক্ত তা নিয়েও তার মনে সংশয় রয়েছে। তবে সে নিরাশ হতে নারাজ। তার ভাষায় একসাথে হয়তো ৩০০ আসনে পরিবর্তন আসবে না যদি প্রাথমিক পর্যায়ে ৫% সফলতা আসে এবং প্রার্থীরা অংগীকার বাস্তবায়ন করেন তবে এক সময় সর্বত্র পরিবর্তন আসতে বাধ্য এবং তা বেশী দূরে নয়। কারন বর্তমান প্রজন্ম সৎ, দক্ষ, জন দরদী ও যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ে নিশ্চয় এক সময় অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।

বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের ইচ্ছাকে সম্মান জানাতে এবং ভোটারদের বাঁধাহীন অংশ গ্রহন নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক দলও বিচারিক কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানিয়েছে মার্কিন কংগ্রেস। ভারত ও বাংলাদেশে সকল দলের অংশগ্রহনমূলক অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপক্ষ নির্বাচন চায়। রয়টার্সের প্রতিবেদনে প্রকাশ "স্ব-

আরোপিত নিয়ন্ত্রনে সাংবাদিকেরা" খবরে প্রকাশ মিয়ানমারের রাখাইনে নিষ্ঠুর নির্যাতনের মুখে পালিয়ে আসা লাখ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে বিশ্বব্যাপী উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা কুড়িয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু তার সরকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশে বাধাও ক্রমেই কর্তৃত্ববাদী শাসনের অভিযোগ করছেন সমালোচকেরা।

সাংবাদিকেরা এই সময়ে ডিজিটাল আইন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং এই আইনের বিরুদ্ধে ঢাকায় সাম্প্রতিক সময়ে বিক্ষোভ কর্মসূচীও পালন করেছেন। এসব আইনের ফলে নির্বাচনের সময় স্বাধীনভাবে সংবাদ পরিবেশনে তাদের সক্ষমতা হ্রাস পাবে। তবে সাংবাদিকদের ভয়ের কোন কারন নেই বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম। তিনি বলেন মাঠে যা ঘটেছে, সাংবাদিকেরা তা লিখতে পারেন। কিন্তু সত্য বিকৃত করা থেকে তাদের বিরত থাকতে হবে। এটা খুবই গুরুর্ত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে নির্বাচন প্রচারনার ক্ষেত্রে যে অবস্থা চলছে সে ব্যাপারে উপদেষ্টা মহোদয় কি বলবেন? প্রতিদিন মাঠের বাস্তব চিত্র তিনি নিশ্চয় পাচ্ছেন। প্রশাসনের ও দলের অতি উৎসাহীদের কি দমাতে পারছেন? ভোটারদের ভোটদান, সকল প্রার্থীর সমপ্রচারনা, হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি রোধে কার্যকারী পরিবেশ সৃষ্টি করলে নিশ্চয় সাংবাদিকরাও সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে সমাজের কল্যান করতে পারবেন। সেই ব্যবস্থায় নিশ্চয় তিনি ভূমিকা রাখবেন আশা করা যায়।

আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ্ অভিযোগ করেছে ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের ধর-পাঁকড় এবং ভয়-ভীতি দেখানো হচ্ছে। বিরোধী দলের পক্ষে মিছিল বের করা, পোষ্টার লাগানো ইত্যাদি সম্ভব হচ্ছে না। প্রশাসনের সামনে আওয়ামী লীগের সমর্থক বিরোধী দলীয় প্রার্থীর গলা চেঁপে ধরেছে এমন সংবাদ সকলকেই ভাবিয়ে তোলে। এছাড়া মুক্ত মত প্রকাশের ক্ষেত্রে হুমকি সৃষ্টি করা হচ্ছে। এমন কি বিরোধী দলীয় মনোনয়ন প্রার্থীদের ও পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সবাই যাতে নির্বাচনী আচরনবিধি মেনে চলে, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা। তবে বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ কমিশন ক্ষমতাশীল দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছে। যেমন আওয়ামী লীগের মাত্র তিন জন পার্থীকে যেখানে নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষনা করা হয়েছে। বিরোধী দলের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ১৪১। তাই তার যোগ্যতা, দক্ষতা, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরীর সক্ষমতা নিয়ে সর্ব মহলে আলোচিত হচ্ছে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত নির্বাচনী সংঘাত, গায়েবী হামলা-মামলা, ধর পাঁকড়, নির্বাচন প্রার্থীকে বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া। সম্প্রতি প্রকাশিত চট্রগ্রামে কারাবন্দী নেতার ককটেল ছুড়া, প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংযত ও সহনশীল আচরন ইত্যাদি ব্যাপারে তার নির্দেশ থাকলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না বরং নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। কেন তিনি সকল কিছু নিয়ন্ত্রন করতে পারছেন না তা কেবল তিনিই বলতে পারবেন। বিরোধী দলের অভিযোগ তাকে কোন কিছু অবহিত করলে তিনি কেবল বলেন আমি দেখছি। শুধু দেখছেন কোন সুরাহা করছেন না। ভোটের পরে নিশ্চয় সব সুরাহা হয়ে যাবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন তিনি নির্বাচন কালীন ছোট পরিসরে সরকার গঠন করবেন কিন্তু কাকে বাদ দিবেন, কাকে বাদ দিবেন না, তা ঠিক করতে না পারাতে সকল মন্ত্রীদের নিয়েই ফুল কেবিনেট নিয়ে নির্বচন করছেন। যা বাংলাদেশের জন্য বিরল ঘটনা। তিনি এত্ত বলেছেন তিনি প্রমান করবেন আমাদের

দলীয় সরকারও অন্যান্য দেশের মতো সুষ্ঠুও নিরপেক্ষ, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করে পৃথিবীকে তাঁক লাগিয়ে দিতে পারে। সাধারন জনগনও তার কাছে তাই প্রত্যাশা করে এবং তিনি ইচ্ছা করলেই তা পারবেন কারন তিনিও বিশ্বাস করেন উন্মাদ, পাগল ছাড়া আর কেউ নিরপেক্ষ হতে পারে না। নিরপেক্ষ ব্যক্তি ও তার ভোটটি কোন না কোন দলীয় প্রার্থীকে ভোট দেন। কেননা আমাদের দেশে প্রার্থী পছন্দ না হলে "না" ভোট দেয়ার ব্যবস্থা নেই। সরকার, নির্বাচন কমিশন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী ও প্রশাসনের কাছে তরুন-প্রবীন সকল ভোটারের প্রত্যাশা ভোটাররা নিরাপদে কেন্দ্রে গিয়ে যাতে তাদের পছন্দের প্রার্থীর পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সে অবস্থা নির্বাচন কমিশনও সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা জনাব হোসেন জিল্লুর রহমান আসন্ন একাদশ জাতীয় নির্বাচন সর্ম্পকে বলেছেন তিনটি বিষয় খুবই গুরুর্ত্বপূর্ণ প্রথমতঃ নির্বাচনটি সুষ্ঠু হতে হবে, দ্বিতীয়তঃ তা গ্রহণযোগ্য হতে হবে, তৃতীয়তঃ তা বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। নাগরিক সংলাপে উঠে এসেছে নৈতিক বৈধতার জন্যই সুষ্ঠু নির্বাচন জরুরী। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ডঃ সুলতানা কামাল বলেছেন নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ নিরপেক্ষ করতে হলে সকল দলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড সমান হতে হবে। সকল প্রার্থীর প্রতি সমান আচরন করতে হবে। ডঃ সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম বলেছেন যে কোনো দেশে গনতান্ত্রিক পরিবেশে যখন নির্বাচন হয় তার প্রথম শর্তটি হচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট। তাই সবাইকে গনতন্ত্রের পক্ষে থাকা দরকার, যাতে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ না হয়। সরকার এবং ইসি সবার্ত্নকভাবে তাই করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। ২০১৮, ৩০শে ডিসেম্বর বাংলাদেশের সকল ভোট কেন্দ্রগুলো হউক নতুন প্রজন্ম আর প্রবীণের শান্তিপূর্ণ মিলনমেলা।

লেখক পরিচিতিঃ-

মীর নাজিম উদ্দিন আহমেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা
ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

বিষয়বস্তুঃ বিভিন্ন পত্রিকা।